দীর্ঘ ১০ বছর পর আঙ্গুর চাষে সফলতা পেয়েছেন দর্শনার তরিকুল ইসলাম

চুয়াডাঙ্গা জেলার দর্শনায় তরিকুল ইসলামের বাগানে থোকায় থোকায় ঝুলছে রঙিন আঙ্গুর। প্রতিনিয়ত বাগানপ্রেমী ও ক্রেতারা ভিড় করছেন বাগানে। অনেকেই নিজ হাতে ছুঁয়ে দেখছেন এই রঙিন আঙ্গুর ফল। দেশের মাটিতে এমন ফলন হওয়ায় বেশ খুশি দর্শনার্থীরা।

উদ্যোক্তা তরিকুল ইসলাম বলেন, “আমি ২০১৬ সাল থেকে আঙ্গুর চাষ শুরু করি। বিভিন্ন জায়গা থেকে চারা সংগ্রহ করে পরীক্ষামূলকভাবে রোপণ করে চেষ্টা চালিয়ে যাই। কোনো সময় আঙ্গুর টক হয়েছে, কোনো সময় ফলন হয়নি, আবার কোনো সময় ভেতরে বীজ হয়েছে। এ বছর আল্লাহর রহমতে সফলতা পেয়েছি। তার প্রমাণ আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, থোকায় থোকায় ঝুলছে রঙিন ফল। এলাকাবাসীসহ অন্য এলাকার মানুষজনও আমার বাগান পরিদর্শনে আসছেন। আমি সকলকে আঙ্গুর খেতে দিচ্ছি। এতে আমার অনেক ভালো লাগছে। সেইসঙ্গে এত ফলন দেখে সবাই আনন্দিত হচ্ছেন।”

বাগানের বয়স ও রোগবালাই সম্পর্কে জানতে চাইলে তরিকুল ইসলাম বলেন, “আমার এই বাগানের বয়স ৮ মাস এবং এটি ১৫ কাঠা জমির ওপর প্রতিষ্ঠিত। এই সময়ের মধ্যে আমি কয়েকটি রোগের দেখা পেয়েছি এবং সেগুলোর সমাধানও করেছি। আমাদের দেশের আবহাওয়ায় এটি বেশ সুন্দরভাবে হচ্ছে। ফলে কোনো দাগ বা স্পট আসেনি। এখন পর্যন্ত বাগানের পেছনে প্রায় দেড় লাখ টাকা খরচ হয়েছে। আশা করছি, এখান থেকে ভালো মুনাফা অর্জন হবে। একটি কথা আপনাদের মাধ্যমে বলতে চাই, আয় কেমন হবে সেটা নিয়ে আমি এখন চিন্তা করছি না। কারণ দীর্ঘ ১০ বছর পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর বীজবিহীন মিষ্টি আঙ্গুর চাষে সফলতা পেয়েছি, এতেই আমি খুশি।”

বাগান ঘুরতে আসা দর্শনার্থীরা বলছেন, “আমাদের দেশেই যদি এমন মিষ্টি রঙিন আঙ্গুর চাষ হয়, তাহলে আমাদের আর বাইরে থেকে আমদানি করতে হবে না, ইনশাআল্লাহ।”

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

করতে হয়েছে বাংলাদেশকে। এই দুই দশকেরও বেশি সময়ে টানা ১১টি ম্যাচ হেরেছে টাইগাররা। অবশেষে ২০২৪ সালে পাকিস্তানের মাটিতে গিয়ে মিলেছে প্রথম জয়ের দেখা। দুই ম্যাচের ওই সিরিজে ২-০ ব্যবধানেই জিতেছিল বাংলাদেশ। এবার মিরপুর টেস্টেও পাকিস্তানকে হারালেন শান্তরা।

২৬৮ রানের জবাবে ব্যাট করতে নেমে ইনিংসের প্রথম ওভারেই পাকিস্তানি ওপেনার ইমাম-উল হককে সাজঘরে ফেরান তাসকিন আহমেদ। তার করা বলে কটবিহাইন্ড হন ইমাম। আউট হওয়ার আগে করেন ৫ বলে ২ রান। আরেক ওপেনার আজান আওয়াইস করেন ৩৩ বলে ১৫ রান। আর দলনেতা নেতা শান মাসুমের ব্যাট থেকে আসে মাত্র ২ রান।

৬৮ রানে তিন উইকেট হারিয়ে চাপেই পড়েছিল পাকিস্তান। চতুর্থ উইকেটে জুটি গড়ে দলকে চাপমুক্ত করেন আব্দুল্লাহ ফজল ও সালমান আগা। এই জুটিতে আসে ৫১ রান। ফিফটির দেখা পাওয়া ফজলকে এলবিডব্লিউর ফাঁদে ফেলেন টাইগার স্পিনার তাইজুল ইসলাম। ১১৩ বলে ১১টি চারের সাহায্যে ৬৬ রান করেন ফজল। পরের ওভারেই সালমান আগাকে পরাস্থ করেন তাসকিন আহমেদ। সালমান করেন ৩৯ বলে ২৬ রান।

৫ উইকেট হারিয়ে আরও একবার চাপে পড়ে সফরকারীরা। ষষ্ঠ উইকেটে দলকে শঙ্কামুক্ত করার চেষ্টা চালান উইকেটরক্ষক ব্যাটার মোহাম্মদ রিজওয়ান ও সৌধ শাকিল। কিন্তু তাদের ক্রিজে থিতু দেননি টাইগার পেসার নাহিদ রানা। নিজের করা টানা দুই ওভারে শাকিল ও রিজওয়ানকে সাজঘরে পাঠান তিনি। এই দুই ব্যাটারই করেন ১৫ করে রান।

এরপর ১ রান করে হাসান আলিকে এলবিডব্লিউর ফাঁদে ফেলেন তাইজুল ইসলাম।

এর আগে, প্রথম টেস্টের চতুর্থ দিন শেষে দ্বিতীয় ইনিংসে ৩ উইকেটে ১৫২ রান করেছিল বাংলাদেশ। ৭ উইকেট হাতে নিয়ে ১৭৯ রানে এগিয়ে ছিল টাইগাররা। অধিনায়ক নাজমুল হোসেন শান্ত ৫৮ ও মুশফিকুর রহিম ১৬ রানে অপরাজিত ছিলেন। পঞ্চম দিন শান্ত ৮৭, মুশফিক ২২, লিটন দাস ১১, মেহেদি হাসান মিরাজ ২৪, তাইজুল ইসলাম ৩, তাসকিন আহমেদ ১১ রানে আউট হন। ৪ রানে অপরাজিত থাকেন এবাদত হোসেন। এ ছাড়া আগের দিন মাহমুদুল হাসান জয় ৫, সাদমান ইসলাম ১০ ও মুমিনুল হক ৫৬ রানে আউট হন।

পাকিস্তানের হাসান আলি ও নোমান আলি ২টি করে উইকেট নেন। প্রথম ইনিংসে বাংলাদেশ ৪১৩ ও পাকিস্তান ৩৮৬ রান করেছিল।

মিরপুর টেস্টের প্রথম ইনিংসের ব্যাট করতে নেমে শান্তর সেঞ্চুরি ও মুমিনুল-মুশফিকের ফিফটিতে ৪১৩ রান করেছিল বাংলাদেশ। জবাবে আজান আওয়াইসের সেঞ্চুরি পাকিস্তান তোলে ৩৮৬ রান। ২৮ রানে এগিয়ে থাকা বাংলাদেশে নিজেদের দ্বিতীয় ইনিংসে ২৭ রানে এগিয়ে থেকে ৯ উইকেটে ২৪০ রানে ইনিংস ঘোষণা করে। ফলে টার্গেট দাঁড়ায় ২৬৮ রান।

সূত্র: ঢাকা পোস্ট

ডিজিটাল জেনারেশন, নাকি এক বিকৃত শৈশব?

আমি বিশ্বাস করি, কোনো সমাজ তখনই বদলায় যখন তার মানুষ আগে নিজের বিবেককে প্রশ্ন করতে শেখে। এই লেখা কোনো অভিযোগনামা নয়, এটি একটি বৌদ্ধিক বিপ্লবের আহ্বান — সেই বিপ্লব যা রাজপথে নয়, শুরু হয় ঘরের শোবার ঘর থেকে।

আমাদের রাষ্ট্রীয় অবক্ষয় আজ আর শুধু রাজপথে নয়, ঢুকে পড়েছে অন্দরমহলের শোবার ঘরেও। যখন আধুনিক মা-বাবা শিশুর পাশে শুয়ে নীল পর্দার অন্ধকারে মত্ত হন, তখন সেই নিষ্পাপ চোখগুলো অজান্তেই চিনে নেয় এক ভয়ঙ্কর ভাষা। শৈশবেই এই লুকোচুরি খেলার হাতেখড়ি যে শিশু পায়, তার কাছে নীতি-নৈতিকতা একদিন কেবল কাল্পনিক কৌতুকে পরিণত হয়। আমরা রাষ্ট্রকে গালি দিই, অথচ ঘরের কোণে বিষাক্ত ডিজিটাল ডিভাইসে নিজের সন্তানের ভবিষ্যৎ যে আমরা নিজ হাতেই ধ্বংস করছি — সেই নগ্ন সত্যটা স্বীকার করার সাহস আমাদের নেই।

শোবার ঘরের লুকোচুরি ও শৈশবের অপমৃত্যু: পারিবারিক শিক্ষার হাতেখড়ি যেখানে হওয়ার কথা ছিল পবিত্রতা দিয়ে, সেখানে আজ যুক্ত হয়েছে ডিজিটাল পর্নোগ্রাফির কালো ছায়া। যে শিশুটি মা-বাবার চোখে নিরাপত্তা খোঁজার কথা, সে অন্ধকার ঘরে তাদের মোবাইল স্ক্রিনের বিকৃত আলো দেখে বড় হচ্ছে। মা-বাবা ভাবছেন শিশুটি ঘুমিয়ে আছে বা কিছু বুঝছে না, কিন্তু সেই নিষ্পাপ অবচেতন মনে তখন

গেঁথে যাচ্ছে যৌনবিকৃতির বীজ এবং এক অব্যক্ত ভয়।

এটা কেবল অবহেলা নয়। এটা একটি শিশুর মানসিক জগতকে শৈশবেই ধ্বংস করে দেওয়া। গবেষণা বলছে, শিশুবয়সে বিকৃত কনটেন্টের সংস্পর্শে আসলে মস্তিষ্কের স্বাভাবিক বিকাশ ব্যাহত হয় এবং আচরণগত সমস্যা দেখা দেয়। মা-বাবার এই গোপন আসক্তির ছায়াই সন্তানের আচরণকে ধীরে ধীরে অস্বাভাবিক ও আক্রমণাত্মক করে তোলে।

টিকটক ও ফেসবুকের নর্দমায় বন্দি শৈশব: আজকের বাংলাদেশের প্রতিটি ঘরে একই দৃশ্য — শিশু কান্না করছে আর মা-বাবা নিজের শান্তি বজায় রাখতে তার হাতে তুলে দিচ্ছেন স্মার্টফোন। দুই-তিন বছরের সেই শিশুটি যখন ইউটিউবে কার্টুন খুঁজতে গিয়ে ফেসবুক রিলস বা টিকটকের অনিয়ন্ত্রিত কনটেন্টে গিয়ে পড়ে, তখন সে দেখে বিকৃত অঙ্গভঙ্গি আর সস্তা উত্তেজনার ভিডিও।

স্ক্রল করতে করতে তার কচি আঙুলগুলো যখন কুরুচিপূর্ণ কনটেন্টে আটকে যায়, তখন তার মস্তিষ্কের বিকাশ আর স্বাভাবিক থাকে না। শিশুমনোবিজ্ঞানীরা বলছেন, অতিরিক্ত স্ক্রিন টাইম শিশুর মনোযোগ, ভাষাশিক্ষা এবং সামাজিক দক্ষতার উপর মারাত্মক নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। যে বয়সে রূপকথার গল্প শোনার কথা, সেই বয়সে সে শিখছে মা-বাবার কাছ থেকে নিজের ডিজিটাল কার্যকলাপ কীভাবে লুকাতে হয়। তারা প্রযুক্তির সুফল পাচ্ছে না, বরং বিষপান করছে।

সর্বগ্রাসী মহামারি: উঁচুতলা থেকে বাঁশতলা: এই অবক্ষয় আজ আর কোনো নির্দিষ্ট শ্রেণিতে সীমাবদ্ধ নেই। উঁচুতলার শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত ঘরে বসে তথাকথিত শিক্ষিত মা-বাবা যেমন ডিজিটাল ডিভাইসে নিজেদের নৈতিকতা বিসর্জন দিচ্ছেন, তেমনি গ্রামের সাধারণ মানুষও এই স্রোতে গা ভাসাচ্ছেন। স্মার্টফোন আজ প্রতিটি ঘরে একেকটি নীরব সময়বোমা হিসেবে কাজ করছে।

সমাজ এমন এক জায়গায় এসে দাঁড়িয়েছে যেখানে অভিভাবকত্বের চেয়ে ব্যক্তিগত বিনোদন আর স্ক্রিন টাইম বড় হয়ে উঠছে। ফলে আমাদের পরবর্তী প্রজন্ম গড়ে উঠছে মূল্যবোধহীন এক বিকৃত জগতের মধ্যে, যেখানে বাস্তব সম্পর্কের চেয়ে ভার্চুয়াল স্ক্রিনই বেশি পরিচিত।

উত্তরণের পথ: তিনটি প্রতিকার

অন্দরমহলের শুদ্ধি অভিযান:প্রথম কাজ হবে শোবার ঘর থেকে অনিয়ন্ত্রিত ডিজিটাল ব্যবহার বন্ধ করা। মা-বাবাকে বুঝতে হবে —

আপনার সন্তান আপনার কথা শোনে না, সে আপনাকে দেখে শেখে। তাই শিশুর সামনে মোবাইল ব্যবহারের নির্দিষ্ট নিয়ম মেনে চলতে হবে এবং কুরুচিপূর্ণ কনটেন্ট দেখার অভ্যাস সম্পূর্ণ ত্যাগ করতে হবে। ঘরের কোণে যে শিশুটি বড় হচ্ছে, তাকে নীল আলোর নেশা নয়, মা-বাবার সান্নিধ্য আর গল্পের বইয়ের মায়ায় জড়িয়ে রাখতে হবে।

প্রযুক্তির ফিল্টারিং ও সচেতন অভিভাবকত্ব: প্রযুক্তিকে অস্বীকার করার সুযোগ নেই, কিন্তু নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব। স্মার্টফোনে প্যারেন্টাল কন্ট্রোল ব্যবহার করা এখন বিলাসিতা নয়, বরং সময়ের দাবি। শিশু অনলাইনে কী দেখছে, কোন লিঙ্কে যাচ্ছে — তার উপর নজরদারি থাকতে হবে। সস্তা বিনোদনের অ্যাপের পরিবর্তে শিশুকে জ্ঞান ও সৃজনশীলতামূলক কনটেন্টের সাথে পরিচয় করিয়ে দিতে হবে। প্রযুক্তির সুফল নিতে হলে আগে তার কুফল থেকে সন্তানকে রক্ষা করতে হবে — এটাই আধুনিক অভিভাবকত্বের মূল দায়িত্ব।

ডিজিটাল সাক্ষরতা ও সামাজিক আন্দোলন: রাষ্ট্র আইন করে ঘরে ঘরে নৈতিকতা পৌঁছে দিতে পারবে না। এর জন্য প্রয়োজন একটি সামাজিক আন্দোলন। পাড়া-মহল্লায় ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ডিজিটাল সাক্ষরতার কার্যক্রম চালু করতে হবে। অভিভাবকদের বোঝাতে হবে — একটি শান্ত শিশুর হাতে মোবাইল তুলে দেওয়া সাময়িক সমাধান, কিন্তু দীর্ঘমেয়াদি ক্ষতি অপূরণীয়। ডিজিটাল পরিসরকে জ্ঞান অর্জনের প্ল্যাটফর্ম হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে হলে পরিবার থেকেই শুরু করতে হবে।

উপসংহার: বৌদ্ধিক বিপ্লবের শপথ

যে সমাজ নিজের সন্তানের চোখে আলো জ্বালাতে ভুলে যায়, সে সমাজ একদিন নিজেই অন্ধকারে তলিয়ে যায়। আমরা রাষ্ট্রের দিকে আঙুল তুলি, ব্যবস্থার দিকে আঙুল তুলি — কিন্তু সেই আঙুলটা কখনো নিজের বুকের দিকে ঘোরাই না।

এই পরিবর্তন কোনো রাজনৈতিক আন্দোলনে আসবে না, আসবে না কোনো সরকারি নির্দেশে। এটা আসবে কেবল একটি বৌদ্ধিক বিপ্লবের মধ্য দিয়ে — যেদিন প্রতিটি মা-বাবা নিজের বিবেকের কাছে সৎভাবে জবাবদিহি করতে শিখবেন, সেদিনই শুরু হবে সত্যিকারের পরিবর্তন।

আমি বিশ্বাস করি, বুদ্ধি খাটিয়ে চললে সমাজ বদলায়। সেই বিশ্বাস থেকেই এই লেখা। আমরা যদি আজ আমাদের সন্তানদের এই বিষাক্ত অন্ধকার থেকে বের করে না আনি, তবে আগামী প্রজন্ম হবে মূল্যবোধহীন এক

শূন্য প্রজন্ম — যাদের কাছে ভালোবাসা মানে একটি ইমোজি আর সম্পর্ক মানে একটি ফলোয়ার সংখ্যা।

প্রতিকার আমাদের হাতেই আছে — সচেতনতা, সংযম আর সঠিক পারিবারিক শিক্ষা। আসুন, আমরা আমাদের সন্তানদের হাতে ডিভাইস নয়, একটি সুন্দর, সুস্থ ও আলোকিত ভবিষ্যৎ তুলে দিই। এটাই আমার বৌদ্ধিক বিপ্লবের ডাক।

গাংনীর বামন্দীতে দুটি ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে ৮ হাজার টাকা জরিমানা

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার বামন্দীতে ট্রেড লাইসেন্স না থাকা এবং ব্যাবসা প্রতিষ্ঠানে মূল্য তালিকা প্রদর্শন না করাই দুই ব্যাবসা প্রতিষ্ঠানকে ৮ হাজার টাকা জরিমানা করেছে জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর।

আজ বুধবার দুপুরে গাংনী উপজেলার বামন্দী বাস স্ট্যান্ড এলাকায় অভিযানকালে এ জরিমানা করেন জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের মেহেরপুর জেলা কার্যালয়ের সহকারি পরিচালক (অ. দা.) মোহাম্মদ মামুনুল হাসান।

জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের মেহেরপুর জেলা কার্যালয় সূত্রে জানা যায়, মেহেরপুর জেলা কার্যালয় কর্তৃক গাংনী উপজেলায় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ আইন ২০০৯ ধারা অনুসারে ট্রেড লাইসেন্স ব্যতিত ব্যবসা প্রতিষ্ঠান পরিচালনা ও মূল্য তালিকা না থাকার কারণে হায়বাত মিষ্টান্ন ভাণ্ডারকে ৫ হাজার টাকা ও মাসুম মিষ্টান্ন ভাণ্ডারকে ৩ হাজার টাকা জরিমানা আরোপ ও আদায় করা হয়।

এ সময় অন্যান্য কয়েকটি প্রতিষ্ঠানকে ক্রয়-বিক্রয় ভাউচার প্রদান-সংরক্ষণ করা, মানসম্মত পণ্য ক্রয়-বিক্রয় করা জন্য এবং মেয়াদ উত্তীর্ণ পণ্য ক্রয়-বিক্রয় করা হতে বিরত থাকার নির্দেশনা প্রদান

করা হয়।

জনস্বার্থে এ অভিযান চালমান থাকবে বলে জানিয়েছে মেহেরপুর ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের কার্যালয়।

গাংনীতে বোমা সদৃশ বস্তু ও হুমকিমূলক চিরকুট উদ্ধার

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার তেঁতুলবাড়িয়া গ্রামে একটি বোমা সদৃশ বস্তু ও হুমকিমূলক চিরকুট উদ্ধার করেছে পুলিশ। বুধবার (৬ মে) ভোরে সানোয়ার হোসেন পলাশের বাড়ির মূল ফটকের সামনে থেকে বস্তুটি উদ্ধার করা হয়।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, সকালে হাঁটতে বের হয়ে সানোয়ার হোসেনের চাচাতো ভাই শামীম একটি কালো টেপে মোড়ানো সন্দেহজনক বস্তু



দেখতে পান। বস্তুটির গায়ে লেখা
ছিল, “হাত দিলেই ব্লাস্ট, ভালো
থাকিস, বাই বাই”—এমন হুমকিমূলক
বার্তা। পরে বিষয়টি তিনি সানোয়ার
হোসেনকে জানালে তাৎক্ষণিকভাবে
পুলিশে খবর দেওয়া হয়।

খবর পেয়ে গাংনী থানা পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে বস্তুটি উদ্ধার করে। নিরাপত্তার স্বার্থে বস্তুটিকে পানিভর্তি একটি বালতিতে রাখা হয়েছে।

গাংনী থানার ওসি (তদন্ত) আল মামুন জানান, উদ্ধারকৃত বস্তুটি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হচ্ছে। এ ঘটনায় জড়িতদের শনাক্ত করে গ্রেপ্তারের চেষ্টা চলছে।

এদিকে স্থানীয়রা জানান, গত কয়েকদিন ধরেই একই এলাকায় এ ধরনের

বোমা সদৃশ বস্তু ও হুমকিমূলক চিরকুট রেখে আতঙ্ক সৃষ্টির চেষ্টা করা হচ্ছে। বিশেষ করে গাংনী উপজেলার মটমোড়া ও তেঁতুলবাড়িয়া ইউনিয়নে এ ধরনের একাধিক ঘটনার খবর পাওয়া গেছে।

ঘটনার পর এলাকায় চরম আতঙ্ক বিরাজ করছে। পুলিশ পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে সতর্ক অবস্থানে রয়েছে।

কুষ্টিয়ায় দু’পক্ষের সংঘর্ষ: জামায়াত নেতাসহ ২১ জন আটক

কুষ্টিয়ার মিরপুরে শিশুদের খেলাধুলাকে কেন্দ্র করে দুই পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। এতে এক অভিভাবক গুরুতর আহত হয়েছেন।

এ ঘটনায় পুলিশ অভিযান চালিয়ে ২১ জনকে আটক করেছে। শুক্রবার সন্ধ্যা সাড়ে ৬টার দিকে উপজেলার আমলা ইউনিয়নের বুরাপাড়া গ্রামে অভিযান চালিয়ে তাদের আটক করা হয়। আটককৃতরা জামায়াতে ইসলামীর কর্মী-সমর্থক বলে জানা গেছে।

এদিকে আটককৃতদের মধ্যে কয়েকজন অভিযোগ করেন, নামাজের সময় তাদেরকে আটক করা হয়েছে এবং তারা এ ঘটনার সঙ্গে জড়িত নন।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, গত বৃহস্পতিবার বুরাপাড়া গ্রামে দুই শিশুর মধ্যে খেলাধুলা নিয়ে মারামারির ঘটনা ঘটে। এ নিয়ে এক শিশুর অভিভাবক অপর পক্ষের কাছে জানতে চাইলে বাকবিতণ্ডা শুরু হয়। একপর্যায়ে প্রতিপক্ষরা ওই অভিভাবকের ওপর হামলা চালায়। এতে আক্তার হোসেন নামের একজন গুরুতর আহত হন। তার মাথার হাড় ভেঙে যায়। আশঙ্কাজনক অবস্থায় তাকে প্রথমে কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করা হয় এবং পরে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়।

মিরপুর উপজেলা জামায়াতের আমির খন্দকার রেজাউল করিম বলেন, দুই পক্ষের সংঘর্ষের ঘটনায় পুলিশ এক পক্ষের মামলার ভিত্তিতে যাচাই-বাছাই ছাড়াই গণহারে লোকজনকে আটক করেছে। আটককৃতদের মধ্যে একজন

রোকন সদস্য রয়েছেন, বাকিরা কর্মী-সমর্থক।

মিরপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শহিদুল ইসলাম বলেন, খেলাধুলাকে কেন্দ্র করে দুই শিশুর মারামারি থেকে ঘটনাটি বড় আকার ধারণ করে এবং গ্রামে দুই পক্ষের সৃষ্টি হয়। এ সময় একজন গুরুতর আহত হন। এক পক্ষ মামলা দায়ের করেছে, অপর পক্ষ এখনও মামলা দেয়নি।

যে পক্ষ মামলা দিয়েছে, সেই মামলায় ২১ জনকে আটক করা হয়েছে। যাচাই-বাছাই শেষে পরবর্তী আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

মেহেরপুরে বাংলা নববর্ষ উদযাপন উপলক্ষে প্রস্তুতিমূলক সভা অনুষ্ঠিত

মেহেরপুরে বাংলা নববর্ষ ১৪৩৩ উদযাপন উপলক্ষে প্রস্তুতিমূলক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। মঙ্গলবার (৭ এপ্রিল) জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন জেলা প্রশাসক শিল্পী রানী রায়।

আসন্ন বাংলা নববর্ষ উদযাপনকে যথাযোগ্য মর্যাদা, আনন্দঘন পরিবেশ ও সুশৃঙ্খলভাবে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে এ সভার আয়োজন করা হয়। এতে বিভিন্ন সরকারি দপ্তরের কর্মকর্তা, আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর প্রতিনিধি এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

সভায় নববর্ষের বিভিন্ন কর্মসূচি সফলভাবে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সার্বিক প্রস্তুতি, নিরাপত্তা ব্যবস্থা, পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রম এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়।

এসময় বক্তারা বলেন, সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টার মাধ্যমে একটি নিরাপদ, সুন্দর ও আনন্দমুখর পরিবেশে বাংলা নববর্ষ উদযাপন করা হবে।

প্রিপেইড মিটারের মাসিক চার্জ বাতিল করল সরকার

প্রিপেইড মিটারের মাসিক ভাড়া বা মিটার চার্জ বাতিল করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার। রোববার সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে এই তথ্য জানিয়েছেন বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রী ইকবাল হাসান মাহমুদ টুকু।

মন্ত্রী বলেছেন, ‘প্রিপেইড মিটারে বাড়তি চার্জ আদায় নিয়ে সাধারণ গ্রাহকদের মধ্যে দীর্ঘদিন ধরে এক ধরনের অসন্তোষ ও চাপা ক্ষোভ বিরাজ করছিল। দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকেই আমরা পুরো বিষয়টি নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করেছি। গ্রাহকদের সর্বোচ্চ অনুকূলে এবং একটি জনবান্ধব বিদ্যুৎ সেবা নিশ্চিত করতে আমরা দ্রুতই এই মিটার চার্জ পদ্ধতি পুরোপুরি তুলে দিচ্ছি।’

বর্তমানে প্রিপেইড মিটার ব্যবহারকারীদের প্রতি মাসে রিচার্জের সময় একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা মিটার ভাড়া বা রক্ষণাবেক্ষণ চার্জ হিসেবে কেটে নেওয়া হয়। বহু গ্রাহক বছরের পর বছর এই চার্জ দিয়ে আসছেন এবং প্রশ্ন তুলছেন, মিটারের প্রকৃত দাম বহু আগেই উসুল হয়ে যাওয়ার পরও কেন বাড়তি টাকা কাটা হচ্ছে।

বিদ্যুৎ মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, আগের সময়ে মিটার কেনায় অস্বচ্ছতা ও অতিরিক্ত ব্যয়ের কারণে তৈরি হওয়া বোঝা সাধারণ গ্রাহকদের ঘাড়ে চাপানো হয়েছিল। বর্তমান সরকার গ্রাহকের অর্থ সাশ্রয় এবং বিদ্যুৎ খাতে স্বচ্ছতা ফিরিয়ে আনতে বদ্ধপরিকর।

সূত্র: যুগান্তর

মেহেরপুরে আমরা’৮৫ এর ইফতার ও দোয়া মাহফিল

মেহেরপুরের সামাজিক সংগঠন আমরা’৮৫ এর উদ্যোগে সংগঠনের প্রয়াত সদস্যদের স্মরণে ইফতার ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বুধবার শহরের হোটেলবাজারস্থ সংগঠনের কার্যালয়ে এ ইফতার ও দোয়া মাহফিলের আয়োজন করা হয়। সংগঠনের সভাপতি মমিনুল হক জুয়েলের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রয়াত সদস্যদের স্মরণে স্মৃতিচারণ করেন সহ-সভাপতি মফিজুর ইসলাম, মাসুদ রেজা, কোষাধ্যক্ষ মাহবুবুল হক মন্টু, সাবেক সভাপতি তারিকুল ইসলাম খান, সদস্য শামিমুল ইসলাম রাজ্জাক, মফিজুর রহমান, সাহাবুল ইসলাম ও বকুলসহ অন্যান্য সদস্যরা।

বক্তারা প্রয়াত সদস্যদের কর্মময় জীবনের বিভিন্ন দিক তুলে ধরেন এবং তাদের অবদান কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করেন।

অনুষ্ঠানের শেষপর্যায়ে সংগঠনের নির্বাহী সদস্য আবু সাইদ নাঈম তুষার দোয়া পরিচালনা করেন। দোয়ায় প্রয়াত সদস্যদের রুহের মাগফিরাত কামনা করা হয়।